তটরেখা

PDO-ICZMP □□ □□-□□ □□□□□

টাস্কফোর্সের চতুর্থ সভা অনুষ্ঠিত

আইসিজেডএমপি প□ক□র নীতি ও কৌশল □া□া জেলা উন্নয়ন পরিক□না প□ণয়নের জন্য স□□া□ টাস্কফোর্সের চতুর্থ সভা গত □ এপি□ল □□□□ পানি স□পদ ম□□ণালয়ের সভাক□ অনুষ্ঠিত □য়□ সভাপতিত□ করেন ম□□ণালয়ের সচিব জনাব মো□ আ□ুল আজিজ এনডিসি□ সভায় উপকূলীয় অ□ল উন্নয়নের প□াতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার ল□্যে প□স□াবিত পে□াগ□াম কো-অর্ডিনেশন ইউনিট স□পর্কে আলোচনা □য়□ এ ভোলা ও ক□বাজার জেলাকে বা□াই করা □য়□ সভায় টাস্কফোর্স সদস্যদের ম□্যে পানি স□পদ□ ম□স্য ও প□ স□পদ□ ভূমি□ □াদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এব□ পরিবেশ ও বন ম□□ণালয়ের কর্মকর্তাব□□দ □া□াও পরিক□না কমিশন□ পানি স□পদ পরিক□না স□স্থা□ আইসিজেডএমপি প□ক□ ও কার্ডমা'র কর্মকর্তাব□□দ উপস্থিত □িলেন□

লেকচার সিরিজে স্পারসো'র উপস্থাপনা

গত □□ মে পিডিও সভাক□ লেকচার সিরিজ-এর আওতায় একটি আলোচনা অনুষ্ঠিত □য়□ অতিথি আলোচক □িলেন স্পারসো'র মু□্য □বজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড□ এম এ শ□াদ□ তিনি উপগ□□ চি□র মা□্যমে উপকূলীয় অ□লে চি□ি□ চাষের ফলে ভূমি ব্যব□ারের পরিবর্তন তুলে □রেন□ ওয়ারপো□ □াকা বিশ□বিদ্যালয়□ সে□ট মার্টিনস□ প□জে□□ সিইজিআইএস□ তারা□ ইউনিভার্সিটি অফ এশিয়া-প্যাসিফিক□ স্পারসো ও পিডিও-আইসিজেডএমপি'র কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞগণ আলোচনায় অ□শ নেন□

নেদারল্যাণ্ড রাষ্ট্রদূতের পিডিও-আইসিজেডএম পরিদর্শন

বা□লাদেশে নেদারল্যাণ্ড -এর রাষ্ট্রদূত কীজ বীম□রবোয়র গত □ মে □□□□ আইসিজেডএমপি'র পে□াগ□াম ডেভেলপমে□ট অফিস পরিদর্শন করেন□ ওয়ারপো'র ম□াপরিচালক জনাব এইচ এস মোজা□িদ ফার□ক রাষ্ট্রদূতকে স্বাগত জানান□ তাকে প□ক□র কার্য□ম স□পর্কে অব□িত করা □য়□ রাষ্ট্রদূত উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল বাস□বায়নের ভবিষ্য□ র□পরে□া স□পর্কে আগ□□ প□কাশ করেন এব□ অব্যা□ত সমর্থনের আশ□াস দেন

সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি'র সাথে মতবিনিময়

বিভিন্ন অ□িদ□র ও প□ক□র সাথে আইসিজেডএমপি প□ক□র মতবিনিময় কর্মসূচির আওতায় গত □ মে □□□□ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো'র কার্যালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত □য়□ সভায় □াদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ম□□ণালয় কত□ক বাস□বায়িত সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি'র □সিডিএমপি□ প□াতিষ্ঠানিক কা□ামো□ উ□েশ্য ও কার্য□মের একটা বিবরণ দেন টিম লিডার ইয়ান রে□র□ আইসিজেডএমপি প□ক□র টিম লিডার এম□ রফিকুল ইসলাম প□ক□র স□ি□□ পরিচিতি এব□ □স□া উপকূল উন্নয়ন কৌশলের বিভিন্ন দিক তুলে □রেন□ সভায় এ □রনের মতবিনিময় অব্যা□ত রা□া ও যৌথ কার্য□ম গ□□ণের সি□া□ নেয়া □য়□

উপকূল উন্নয়ন কৌশল: জাতীয় পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের চুলচেরা বিশ্লেষণ

□স□া উপকূল উন্নয়ন কৌশলের উপর একটা এ□পার্ট গ□□প মিটি□ পিডিও সভাক□ অনুষ্ঠিত □য় গত □ মে □□□□□ বিশেষজ্ঞদের ম□্যে উপস্থিত □িলেন পানি স□পদ ম□□ণালয়ের প□া□ন সচিব ড□ এটিএম শামসুল হ ও আজাদ র□ল আমিন□ পররাষ্ট্র ম□□ণালয়ের আইন উপদেষ্টা ব্যারিষ্টার একেএইচ মোর্শেদ□ □াক বিশ□বিদ্যালয়ের অ□্যাপক ড□ এইচকেএস আরেফিন□ জা□া□ীরনগর বিশ□বিদ্যালয়ের অ□্যাপক ড□ শামসু□িন□ প□কৌশল বিশ□বিদ্যালয়ের অ□্যাপক ড□ ফিরোজ আ□মদ□ ওয়ারপোর প□া□ন ম□াপরিচালক এম সি□িকি□ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প□া□ন মা□াপরিচালক মু□লেসু□ামান এব□ প□া□ন প□□ান প□কৌশলী সা র□মান□ বিআইআইএসএস-এর সিনিয়ার রিসার্চ ফেলো ড□ আবুল কালাম আজাদ□ বা□লাদেশ উন্নয়ন পরিষদে আ□সান উ□িন আ□মেদ এব□ চে□মেকার-এর □সয়দ তামজিদুর র□মান□ বিশেষজ্ঞরা □স□া কৌশলপ□র উপর আলোচনা করে □র□ত□পূর্ণ মতামত দেন□

খসড়া উপকূল উন্নয়ন কৌশলের উপর জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে আলোচনা

মার্চ ২০০৫ উপকূলের বিভিন্ন স্থানে খসড়া উপকূল উন্নয়ন কৌশলের উপর মোট ২৮টি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসনের আয়োজনে এবং স্থানীয় এনজিওদের সহযোগিতায় তিনটি দ্বীপ, তিনটি ইউনিয়ন, তিনটি উপজেলা এবং উনিশটি উপকূলীয় জেলায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভাগুলোতে খসড়া উপকূল উন্নয়ন কৌশল উপস্থাপন করা হয়। আলোচনায় অংশ নেন সরকারি কর্মকর্তা, এনজিও, স্থানীয় সরকার, ব্যক্তিখাত, গণসংগঠন ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ। অংশগ্রহণকারীরা নিজ নিজ এলাকার জন্য উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা তৈরি করেন। অংশগ্রহণকারীদের মতে দ্বীপ পর্যায়ে এ ধরনের জাতীয় দলিলের উপর আলোচনা এই প্রথম। অংশগ্রহণকারীগণ এই রকম একটি কৌশল বাস্তবায়নে সরকারের দৃঢ় সমর্থন আশা করেন।

দ্বীপ পর্যায়ে আলোচনা সভা (কুতুবদিয়া, নিঝুম দ্বীপ, চর কুকরিমুকরি)

ইউনিয়ন পর্যায়ে আলোচনা সভা (মগনামা, রায়েনদা, চরকাজল)

উপজেলা পর্যায়ে আলোচনা সভা (শ্যামনগর, টেকনাফ, পাথরঘাটা)

জেলা পর্যায়ে আলোচনা সভা (উনিশটি উপকূলীয় জেলা)

আশা-নিরাশার দোলাচল

স্থানীয় পর্যায়ের এই সংলাপ একটা ভালো উদ্যোগ। এতে করে সমস্যা সঠিকভাবে চিহ্নিত হয় এবং সমাধানের পথ সহজে খুঁজে পাওয়া যায়।
- মোঃ মাহমুদুল হক ফয়েজ, সাংবাদিক, নোয়াখালি

স্থানীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরির জন্য ওয়ারপো ও আইসিজেডএমপিকে ধন্যবাদ। উপকূল উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়িত হলে উপকূলের মানুষ উপকৃত হবে।
- মনোয়ারা বেগম, প্রত্যাশা, চট্টগ্রাম

উপকূল উন্নয়ন নীতি এবং উপকূল উন্নয়ন কৌশলে প্রস্তাবিত কার্যসূচি দেখে আশা করা যায় উপকূলবাসীর জীবনে নতুন দিনের সূচনা হচ্ছে।
- এসএম পারভেজ, সংবাদদাতা, বিটিভি এবং যুগান্তর, পিরোজপুর

অনেক সেমিনার/ওয়ার্কশপ দেখলাম, কোনো লাভ নেই। সেন্ট মার্টিনস-এ মেরিন পার্কের জন্য একুশ কোটি টাকা খরচ না করে তা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যয় করলে মানুষ উপকৃত হত।
- শেখ মতিউর রহমান, রেঞ্জার, বন বিভাগ, টেকনাফ

ওয়ার্কশপ/সেমিনারের কথা শুনে মনে হয় সবকিছু বুঝি একদিনেই বাস্তবায়ন হয়ে যাবে। তবু আমার আশা, উপকূল উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়িত হবে।
- মোহাম্মদ নুরুল আনোয়ার চৌধুরি, ইসিএফসি, কুতুবদিয়া

এ দেশে সমন্বয়ের সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি, এটা কাজ করবে কিনা তা ভেবে দেখা দরকার। ইসিএফসিতে সমন্বয়ের চেষ্টা ছিল, কিন্তু অন্যান্যরা সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়নি।
- মোঃ জামাল উদ্দিন আহমেদ, ইউএনও, কুতুবদিয়া

মন্ত্রণালয়গুলো যদি হয় পানির ট্যাংক, তাহলে ইউনিয়ন পরিষদ হল কল। কল যদি কাজ না করে তাহলে পানি পাওয়া যাবে না। সুতরাং ইউনিয়ন পরিষদকে কার্যকর করতে হবে।
- সোহেল হাফিজ, ফুলঝুরি ইউনিয়ন পরিষদ, বরগুনা

আমি চৌদ্দ বছর ধরে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, কখনো দেখি নাই কোনো সুপারিশের বাস্তবায়ন হয়েছে। আশা করি উপকূল উন্নয়ন কৌশলে আমাদের সুপারিশ বাস্তবায়িত হবে।
- নজরুল ইসলাম মোল্লা, চেয়ারম্যান, ফালুয়া ইউনিয়ন পরিষদ, বরগুনা

উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়নে জনগণের স্বত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। কোনকিছু চাপিয়ে দিলে তাতে কাজ হবে না।
- জেলা প্রশাসক. চাঁদপুর

উপকূল উন্নয়নে জনপ্রতিনিধিদের সাথে নিতে হবে। সরকার বদলের সাথে সাথে উন্নয়ন কৌশল বদলানো যাবে না।
- বিজন সেন, সাংবাদিক, নোয়াখালি

আইসিজেডএমপি আমাদের আশার আলো দেখাচ্ছে। আশা করি এর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হবে।
- মনিরুজ্জামান নাসিম, স্টাফ রিপোর্টার, ইত্তেফাক, পিরোজপুর

উন্নয়নের দু'টো প্রধান শর্ত হচ্ছে যোগাযোগ এবং আইন-শৃঙ্খলা উপকূল উন্নয়ন কৌশলে এ দু'টো অনুপস্থিত।
- মাহমুদ হোসেন, পিরোজপুর

'উপকূল উন্নয়নে স্থানীয় অনুকূল প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ'-এর উপর পরামর্শ সভা

ইউনিয়ন পরিষদ সহ সমাজের বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণীর প্রতিনিধিদের নিয়ে দিনব্যাপী স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন চলছে উপকূলীয় অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে। এই কর্মসূচির অধীনে উপকূলীয় নয়টি জেলায় ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলাগুলো হচ্ছে কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ভোলা, পটুয়াখালি, বরগুনা, বাগেরহাট, খুলনা ও সাতক্ষীরা। আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে উপকূলীয় অঞ্চল উন্নয়নের জন্যে স্থানীয় পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও ব্যবস্থা নির্ধারণ করা। প্রতিনিধিগণ শক্তিশালী ইউনিয়ন পরিষদ সহ স্থানীয় সরকারের ভূমিকার উপর গুরুত্ব দেন। পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমেই শুধুমাত্র উপকূলীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব। এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)। তাদের সাহায্য করছে কতিপয় স্থানীয় এনজিও। এই কর্মসূচি গত ১৩ মার্চ কুতুবদিয়া থেকে শুরু হয় এবং ২৫ জুন চট্টগ্রামে শেষ হয়। পরবর্তী পর্যায়ে রয়েছে খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রামে তিনটি বিভাগীয় এবং ঢাকায় একটি জাতীয় পর্যায়ের আলোচনা।

সমন্বিত উপকূলীয় সম্পদ তথ্যভাণ্ডার : ব্যাপক কার্যক্রম চলছে

আইসিজেডএমপি'র আওতায় একটি সমন্বিত তথ্যভাণ্ডার তৈরির কাজ চলছে। এ ছাড়াও এই কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে

* জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত প্রভাবের উপর একটি সমীক্ষা,
* উপকূল অঞ্চলের ভবিষ্যতের চালচিত্র কেমন হবে তার উপর একটা প্রতিবেদন,
* দ্বীপ ও চরসমূহের তথ্যভিত্তিক তালিকা,
* কক্সবাজার ও ভোলা জেলার জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং
* উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য প্রকল্প ধারণাপত্র তৈরি করতে বিভিন্ন অধিদপ্তর ও সংস্থাকে সহায়তা দান।

এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে সিইজিআইএস। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের সহযোগী হিসেবে অংশ নিচ্ছে আইডব্লিওএম এবং সিএনআরএস।

জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত প্রভাবের উপর সমীক্ষার কাজে সহযোগিতা করছে ইনস্টিটিউট অফ ওয়াটার মডেলিং। ইতোমধ্যে নাপা'র সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। ২০১৫, ২০৩০, ২০৫০ ও ২১০০ সালের চিত্র কেমন হবে, সমীক্ষায় তার একটি ধারণা থাকবে।

তথ্য সংগ্রহের জন্য ইতোমধ্যে ২৫৪টি দ্বীপ ও চর চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে উপকূল দূরবর্তী দ্বীপের সংখ্যা ৭৭টি। আশা করা যাচ্ছে জুন ২০০৫ এর মধ্যে একটি খসড়া প্রতিবেদন তৈরি হবে।

ভবিষ্যতের উপকূল-এই শিরোনামে যে প্রতিবেদনটি তৈরি হচ্ছে, তাতে থাকবে জনসংখ্যা, কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ ও অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে পালাবদলের চিত্র। ২০০৫ সালের জুন মাসের মধ্যে প্রতিবেদনটি চুড়ান্ত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

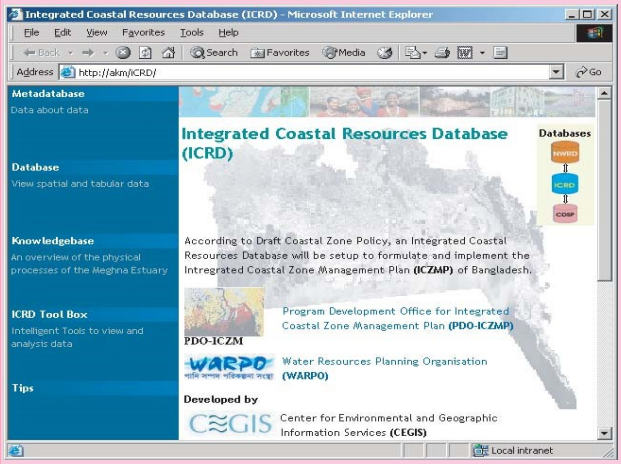

জেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে গ্রাম ও ইউনিয়ন পর্যায়ে কিছু প্রাথমিক আলোচনা ও তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছে। জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারকে সাথে নিয়ে এই উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণীত হবে। এই কাজে সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করছে সিএনআরএস। এই কাজে তারা পিএপিডি পদ্ধতি ব্যবহার করছেন।

অগ্রাধিকারমূলক প্রকল্পের ধারণাপত্র তৈরির জন্য ইতোমধ্যে আঠারোটি অধিদপ্তর ও সংস্থার সাথে যোগাযোগ হয়েছে। একাধিক অধিদপ্তরের প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রস্তাবিত প্রতিটি ধারণাপত্রের জন্য আলাদা আলাদা ওয়ার্কিং গ্রুপ কাজ করছে। প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের মেয়াদ কী হবে এবং কে বা কারা এর বাস্তবায়ন করবে তা ওয়ার্কিং গ্রুপের সভায় ঠিক করা হয়।

আপনাদের চিঠি পেলাম

তটরেখার কলেবর বাড়ানো হোক

তটরেখার ১৩তম সংখ্যাটি পড়লাম। আমার কাছে মনে হয় এর কলেবর বাড়ানো প্রয়োজন। ১০ম সংখ্যায় (জুন ২০০৪) প্রকাশিত 'নদী ভাঙন : উপকূলের অন্যতম সমস্যা' প্রতিবেদনটি আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। এই ধরনের লেখা আরও প্রকাশিত হলে ভালো হয়। পরিশেষে এই ধরনের একটি প্রকাশনার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ।

ফিরোজ আনোয়ার অপু,
প্রকল্প কর্মকর্তা, এনআরডিএস, নোয়াখালি

দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পের জন্য ধন্যবাদ

উপকূলীয় উন্নয়ন সংস্থা (সিডিও) এর পক্ষে থেকে সালাম ও শুভেচ্ছা রইল। সংস্থার সুফলভোগী সদস্যদের নেতৃত্ব বিকাশ, সামাজিক অধিকার, স্বাস্থসেবা, জেন্ডার ইস্যু, বয়স্ক শিক্ষা, মৎস্য চাষ, পশুপালন, কৃষি কাজ, ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। সংস্থার আছে অভিজ্ঞ দক্ষ প্রশিক্ষক দল। এই প্রশিক্ষক দলের জ্ঞানকে আরও সমৃদ্ধ করতে 'তটরেখা' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। গত ৩০ মার্চ ২০০৫ তারিখে উপকূল উন্নয়ন কৌশল বিষয়ক পিরোজপুর জেলার মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করতে পেরে এবং উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের জন্য আপনারা যে দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প প্রণয়ন করতে যাচ্ছেন, তার জন্য সিডিও-এর কর্ম এলাকার গণ মানুষের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এস.এম. সোহেল বিল্লাহ কাজল
নির্বাহী পরিচালক
উপকূলীয় উন্নয়ন সংস্থা (সিডিও)
১০৬, পাড়েরহাট রোড, পিরোজপুর

ইতিবাচক মতবিনিময় সভা

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের বহুমুখী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণ কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি সংস্থা, বিভাগ ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের জন্য মাঠ পর্যায়ে সকলের অংশগ্রহণ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি উন্নয়ন কৌশল প্রণয়নে ICZMP-এর মাঠ পর্যায়ের মতবিনিময় সভা ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি। প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়নে এই কৌশলপত্র উপকূলীয় অঞ্চলের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়েছে। এ কর্মকাণ্ডে সামান্যতম অবদান রাখতে পেরে নিজেদেরকে ধন্য মনে করছি।

অখিল কুমার বিশ্বাস
প্রকল্প সমন্বয়কারী, মুক্তি, কক্সবাজার

সার্ভ-এর শুভেচ্ছা

আপনার সম্পাদিত "তটরেখা" প্রকাশনাটি উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের কথা বলে। কক্সবাজার জেলায় পেকুয়া উপজেলার মগনামা ইউনিয়নে উপকূল উন্নয়ন কৌশল বিষয়ক মতবিনিময় সভায় এই বুলেটিন পড়েই তা লক্ষ করেছিলাম। "তটরেখা" বুলেটিন উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের জীবন-জীবিকা ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে আমি মনে করি।

আবিদুর রহমান,
ইনচার্জ, সার্ভ বাংলাদেশ, কক্সবাজার

সিরিজ প্রকাশনা ৩

পিডিও-আইসিজেডএমপি মে ২০০৫-এ 'লিভিং ইন দা কোস্ট' সিরিজের তৃতীয় বই 'মেজারিং কোয়ালিটি অফ লাইফ' শিরোনামে প্রকাশ করেছে। এই গ্রন্থে উপকূল অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার মানের সূচকগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। এই সূচকগুলো উপকূল উন্নয়নের গতি-প্রকৃতি বুঝতে সাহায্য করবে।

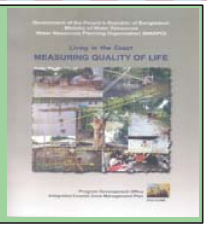

সিরিজ প্রকাশনা ৪

জুন ২০০৫-এ প্রকাশিত হয়েছে 'লিভিং ইন দা কোস্ট' সিরিজের চতুর্থ প্রকাশনা 'আরবানাইজেশন'। উপকূল অঞ্চলের নগরায়নের ইতিহাস, বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যতের চালচিত্র সম্বন্ধে ধারণাগুলো সন্নিবিষ্ট হয়েছে এই গ্রন্থে।

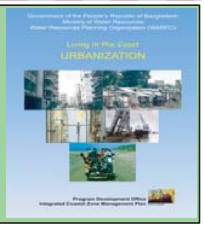

PDO-ICZMP সম্পর্কে কিছু তথ্য

Program Development Office-ICZMP বাংলাদেশ, নেদারল্যান্ড এবং যুক্তরাজ্য সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত একটি বহুখাতভিত্তিক এবং বহুপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক উদ্যোগ। একটি আন্তঃ মন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি এবং একটি টেকনিক্যাল কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এটি পরিচালিত হয়। এই প্রকল্পের মূল মন্ত্রণালয় হচ্ছে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মূল সংস্থা হচ্ছে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (WARPO)।

উপকূলীয় উন্নয়নের সার্বিক লক্ষ্য হচ্ছে এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা যেখানে টেকসই জীবিকা উন্নয়ন এবং জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে উপকূলীয় এলাকার উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সমন্বয় সাধন করা যায়।

PDO-ICZMP কর্মকাণ্ডকে কর্মসূচির উপর ভিত্তি করে ছয়টি ভাগ করা হয়েছে.

* উপকূল অঞ্চল নীতি প্রণয়ন
* উপকূল অঞ্চলের জন্য কর্মকৌশল প্রণয়ন
* উপকূল অঞ্চলের উন্নয়নে বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন
* উপকূল অঞ্চলের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন
* অনুকূল প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ
* সমন্বিত জ্ঞান ভান্ডার

গৃহীত কর্মকাণ্ডগুলো শেষ হচ্ছে ২০০৫ সালের ডিসেম্বরে।

আমাদের সাম্প্রতিক প্রকাশনা

WP037	Investment And Financing Strategy For Coastal Zone Development In Bangladesh	April 2005
WP038	The Round Table Discussion on Holistic Approach for Sustainable Management of St. Martin's Island	May 2005
WP039	Proceedings of District & Local Level Consultations on the Draft Coastal Development Strategy	May 2005
WP040	Coastal Land Uses & Indicative Land Zoning	June 2005

আমাদের অন্যান্য প্রকাশনা ওয়েব সাইটে সংযোজিত আছে।

উপকূল উন্নয়ন কৌশল ও বিনিয়োগ পরিকল্পনার সর্বশেষ খসড়াটি এখন ওয়েব সাইটে সংযোজিত আছে। আপনাদের মতামত কাম্য।

সম্পাদক ঃ মহিউদ্দিন আহমদ
অক্ষরবিন্যাস ঃ মো: নুরুজ্জামান মিয়া
লে-আউট ঃ রওনাকুল ইসলাম

যোগাযোগের ঠিকানা
PDO-ICZMP
সাইমন সেন্টার (৫ম তলা), বাড়ী ৪/এ, রোড ২২, গুলশান-১, ঢাকা - ১২১২
ফোন ঃ ৮৮০-২-৯৮৯২৭৮৭ এবং ৮৮২৬৬১৪
ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৮২৬৬১৪
ই-মেইল ঃ pdo@iczmpbd.org
ওয়েব সাইট ঃ www.iczmpbangladesh.org

তটরেখা

ডাকটিকেট